DEC. 8 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

দৈনিক সংবাদ

84

বছরের শুরুতে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবই হাতে পাচ্ছে না

শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্বিগ্ন ❑ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তাগিদ

রাশেদ আহমেদ ঃ নতুন বছরের প্রাথমিক স্তরের কিছু কিছু পাঠ্যবই জানুয়ারির শেষের দিকে ছাত্রছাত্রীদের দেয়া গেলেও মাধ্যমিক স্তরের বই মধ্য ফেব্রুয়ারির আগে বাজারে দেয়া সম্ভব হবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ থেকে এ ধরনের আশংকাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌছানো নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্বিগ্ন। বই ছাপাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃপক্ষ আস্থা রাখতে পারছে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কি আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যায় মন্ত্রণালয় তা খতিয়ে দেখছে।

আগামী বছর নির্বাচন হবে সেই কারণে পাঠ্যবই সময়মতো দেয়া না দেয়ার সাথে সরকারের ইমেজ জড়িত থাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও জানুয়ারি মাসে বই সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্যে বার বার শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তাগিদ দেয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বই ছাপানোর সর্বশেষ অগ্রগতি জানতে চেয়ে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় একটি রিপোর্ট তৈরি করে। এ প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার অগ্রগতি মোটেও সন্তোষজনক নয়। মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের শতকরা ২১ দশমিক ৮৯ ভাগ ছাপা হয়েছে মাত্র। কিন্তু এখনো তা ফর্মা মেশিনে ভাঁজই করা হচ্ছে। বাঁধাই কাজ এখনো শুরু করা হয়নি। ২১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের বই এবং ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের বই সরবরাহ করার জন্যে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক গতকাল বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেই নতুন বছরের পাঠ্য বই ছাপানোর খোঁজ-খবর নেন। বই ছাপাতে বিলম্বিত হওয়ায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামী রোববার তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই সারাদেশে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। সে জন্যে প্রত্যেক জেলা শিক্ষা অফিসে ছাপানো বই পাঠানোর নির্দেশ রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের বই বাজারজাত করা হবে। এবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পুরো বই ছাপানোর কাজ পেয়েছে বেক্সিমকো লিঃ-এর তিনটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান। পুস্তকা, ফ্রি প্রেস ও শুকতারা নামের এ তিন প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মির্লিয়ে পাঠ্যবই ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

পাঠ্যবই ঃ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মোট ৮ কোটি ১৫ লাখ পাঠ্যবই ছাপার দায়িত্বে রয়েছে। টেন্ডারে সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ার সুবাদে তারা এ ওয়ার্ক অর্ডার পায়।

কিন্তু কার্যাদেশ দেয়ার সময় এতো বিপুলসংখ্যক ছাপার দায়িত্ব মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠানকে দেয়ার ব্যাপারে প্রথমেই আপত্তি উঠেছিল। টেন্ডারের শর্ত অনুযায়ী এ ৮ কোটি বই ছেপে, বাঁধাই করে ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়ার কথা। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের বই বাজারজাত করারও নির্দেশ রয়েছে। প্রাথমিক স্তরের বই ছাপা শেষ না হওয়ায় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে নেয়। পাঠ্যবই ছাপানোর জন্যে গত বছর ৫শ ৯০টি প্রতিষ্ঠান কাজ পেয়েছিল। এবার বেশিসংখ্যক বই হওয়ার পরও ছাপানোর দায়িত্ব দেয়া হয় মাত্র ৩টি প্রতিষ্ঠানকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানায়, নতুন বছরে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই সরবরাহের সংকট কিছুটা মেটানো সম্ভব হলেও মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের সমস্যা মেটানোর উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গত বছরের প্রায় দেড় কোটি প্রাথমিক স্তরের বই বোর্ডের গুদামে মজুদ আছে। নতুন বই না পাওয়া গেলে ঐ মজুদ দিয়ে সংকট মেটানোর উদ্যোগ নেয়া হবে।

বই ছাপানোর অগ্রগতি সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দেয়া প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক স্তরের বই ছাপানোর জন্যে বেক্সিমকোর ২টি প্রতিষ্ঠান ফ্রি প্রেস ও শুকতারাকে দেয়া হয়। তারা সাড়ে ৩ কোটি বই ছাপবে। এ পর্যন্ত এ দুটি প্রতিষ্ঠান বোর্ড থেকে ১ লাখ ৩ হাজার ৪শ ৬১ রিম কাগজ নিয়েছে। এ দুটি প্রতিষ্ঠান আবার ৪৪টি প্রেসকে সাব কন্ট্রাক্ট দিয়েছে